

সৌর বিদ্যুৎ নিয়ে ৫টি ভুল ধারণা

লি টারহন



(স্টেট ডিপার্টমেন্ট/ডাউ থম্পসন)

প্রথম ভুল ধারণা: সৌর শক্তি দিয়ে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ তৈরি হয় না

সৌর বিদ্যুৎ এখন মূলধারার অংশ হয়ে গেছে। সারা বিশ্বে এটি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনে (গ্রিড) বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। ২০১৫ সালে সারা বিশ্বে সৌর স্থাপনা প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে। এই শিল্প এখন উর্ধ্বমুখী। টেক্সাস, কলোরাডো এবং অন্যান্য মার্কিন অঙ্গরাজ্য সৌর ও অন্যান্য

নবায়নযোগ্য উৎসকে এমন একটা পর্যায়ে সফলভাবে অঙ্গীভূত করতে পেরেছে যে, বছরের কোনো কোনো সময় ৫০ শতাংশের বেশি বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে নেওয়া সম্ভব।



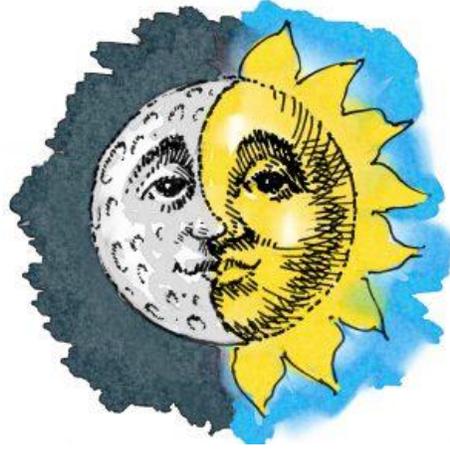
দ্বিতীয় ভুল ধারণা: সৌর বিদ্যুৎ ব্যববহুল

এখন এটা আর সত্যি নয়। সৌর বিদ্যুৎ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে এসে গেছে। সৌর প্রযুক্তির খরচ নাটকীয়ভাবে কমে গেছে – ২০০৭ সাল থেকে ৮০ শতাংশ হ্রাস – এটা আরো শস্তা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল জায়গায় সৌর শক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ অন্য উৎস থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের চেয়ে শস্তা।



তৃতীয় ভুল ধারণা: শুধু রোদ থাকলেই সৌর বিদ্যুৎ পাওয়া যায়

ঠিক নয়। এমনকি যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে বা শীতকালেও সৌর শক্তি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। কেবল সূর্যের সামান্য আলো থাকলেই চলে। বাণিজ্যিক পর্যায়ে বা বাসাবাড়িতে উৎপন্ন সৌর বিদ্যুৎ অভিন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনে (গ্রিড) পাঠিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বিদ্যুৎ সঞ্চয় (ক্রেডিট) লাভ করা যেতে পারে, সূর্য ডুবে গেলে ব্যবহারকারী তখন ওই পরিমাণ বিদ্যুৎ ফেরত নিতে পারবেন। গ্রিডের বাইরেও বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করে রাখা যায়। বিদ্যুৎ সংরক্ষণ প্রযুক্তি উত্তরোত্তর দক্ষ হয়ে উঠছে, সংরক্ষণের সামর্থ্য বাড়ছে।



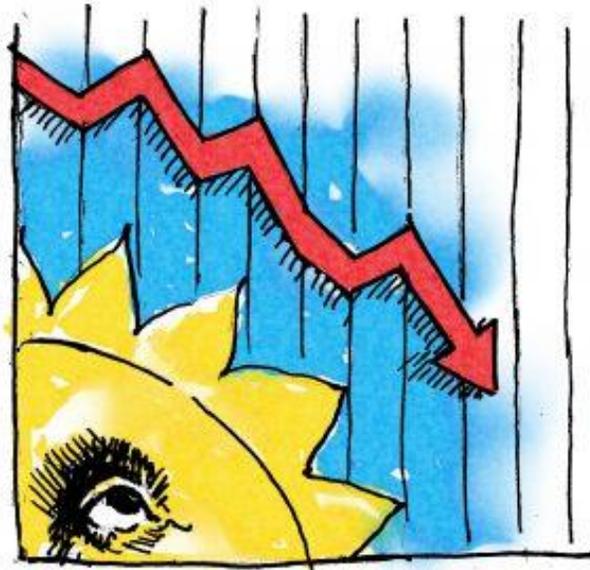
চতুর্থ ভুল ধারণা: সৌর প্যানেল রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন

বরং উল্টো। মেরামত করার মতো কোনো সচল যন্ত্রাংশ নেই এতে। সৌর প্যানেল সহজে নষ্ট হয় না এবং দীর্ঘমেয়াদী। ঝড়বৃষ্টি এর জন্যে কোনো হুমকি নয়। বেশিরভাগ কোম্পানি ২৫ থেকে ৩০ বছরের নিশ্চয়তা দেয়, কারণ সৌর প্যানেল রক্ষণাবেক্ষণের খুব একটা দরকার হয় না এবং এটি নির্ভরযোগ্য।



পঞ্চম ভুল ধারণা: সৌর বিদ্যুৎ লাভজনক নয়

সৌর বিদ্যুৎ এখন কয়লাসহ অপরাপর দূষণকারী জ্বালানী উৎসের সঙ্গে ব্যয়-প্রতিযোগি হয়ে উঠেছে। এ কারণে ২০১৪ সালের চেয়ে ২০১৫ সালে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বেড়েছে ১৬ শতাংশ। সোলার এনার্জি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে [সৌর বিদ্যুৎ রেকর্ড গতিতে বাড়ছে](#)। যুক্তরাষ্ট্রের সৌর বিদ্যুতের বাজারে আধিপত্য ক্যালিফোর্নিয়ার, তবে অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলোতেও সৌর স্থাপনার গতি বাড়ছে, বিশেষ করে ম্যাসাচুসেটস, নিউ ইয়র্ক এবং টেক্সাসের কথা বলা যেতে পারে।



এ তো গেল ভুল ধারণা। এবার কিছু বাস্তব তথ্য:

- সৌর বিদ্যুৎ অনেক নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই সৌর বিদ্যুৎ শিল্পে ২ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে – [কয়লা খাতের চেয়ে তিন গুণ বেশি](#)। ২০২০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।
- সৌর বিদ্যুতের বিস্তৃত ব্যবহার বায়ু দূষণ নাটকীয়ভাবে হ্রাস করবে। এর ফলে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক লাভালাভও যুক্ত হবে। ব্যয়বহুল সঞ্চালন অবকাঠামো ছাড়াই সৌর বিদ্যুৎ প্রত্যন্ত এলাকায় এবং স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারে। এ কারণে চীন, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশের সরকার সৌর প্রযুক্তির পেছনে বিপুল বিনিয়োগ করেছে।
- [প্যারিস চুক্তি](#) অনুযায়ী বৈশ্বিক তাপমাত্রার বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অনেক নিচে রাখার জলবায়ু লক্ষ্য পূরণে সৌর এবং অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎসের ব্যবহার বাড়ানো জরুরি।